দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

অতিক্রান্ত একুশে এবং গ্রন্থমেলা

তিরানব্বইর একুশে ফেব্রুয়ারী এখন অতিক্রান্ত। তবু অমর একুশে গ্রন্থমেলাকে উপলক্ষ করে হলেও উদযাপনের জের চলবে মাসভর। মাসব্যাপী উৎসব এই নিরানন্দ দেশে মন্দ কথা নয়। সব বিভেদ বঞ্চনা ভুলে একটা উপলক্ষকে কেন্দ্র করে সকলের উল্লসিত হওয়া আমাদের পরিবেশে সে-ও এক বড় পাওয়া।

একুশে আমাদের চিন্তা-চেতনায় এমন ঠাঁই পেয়েছে যে, প্রবাসীদের অনেকেও এ সময়টাকেই বেছে নেন দেশে ফেরার জন্যে। স্বজন সান্নিধ্যের পাশাপাশি শিল্পে-সাহিত্যে জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করে তোলার, অগ্রযাত্রার স্রোতে নিজেকে কিছুটা হলেও সম্পৃক্ত করার বাসনা ওদের টেনে আনে। বাংলাদেশকে যারা জানতে এবং বুঝতে চান তেমন বিদেশীদের অনেকেও এসে যোগ দেন একুশের স্মৃতিবাহী উৎসব অনুষ্ঠানে।

গত কবছর ধরে ফেব্রুয়ারী প্রথম দু দিনের প্রধান আকর্ষণ হিসাবে পরিচিত জাতীয় কবিতা উৎসব এ বছর যেন অনেকটাই রীতি রক্ষার চেষ্টায় এসে দাঁড়িয়েছে। কবিতা উৎসব কি প্রতিবাদের উপলক্ষ হারিয়ে নিষ্প্রাণ হতে চলেছে? এ প্রশ্ন এবার অনেককেই নাড়া দিয়েছে। তবে অন্যদিকে গ্রন্থমেলা আর বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানমালা পয়লা ফেব্রুয়ারীতে এগিয়ে আসার ফলে কোনো শূন্যতা বা ফাঁক অনুভূত হয়নি।

ভাষা শহীদ আর ভাষা সৈনিকদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উৎসব বইকে কেন্দ্র করে রচিত অনুষ্ঠানমালাতেই পূর্ণতা পেতে পারে এ সত্য এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রন্থমেলার সাফল্য আমাদের প্রকাশনা শিল্পে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছে, এ নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ক্রেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত প্রকাশনাকে নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে নিজ নিজ প্রকাশনাকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টাকেও আর কার্পণ্য করছেন না এ সবই আশাব্যঞ্জক।

ভাষার অধিকার আদায়ের এক কঠোর সংগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র জাতি সত্তার উপলব্ধি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা। যার সফল পরিণতি আজকের বাংলাদেশ। মুক্ত পরিবেশে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি জড়িত উদ্যোগ আয়োজনে ভাষা তথা সাহিত্য প্রধান্য পাবে, এটাই স্বাভাবিক। সাহিত্যিক তৎপরতার সাফল্য-সমৃদ্ধি প্রকাশনার মান আর পরিমাণেই লভ্য। আমাদের প্রকাশনার একুশে গ্রন্থমেলা-কেন্দ্রিকতা এখন স্বীকৃত সত্য। গ্রন্থমেলার প্রতি আগ্রহের এটাও এক বড় কারণ। গোটা বছরের আয়োজনের বড় অংশই এ সময়ই পাঠক ক্রেতার সামনে হাজির করা হয়।

এবারকার মেলাতেও বিস্তর বই প্রকাশিত হয়েছে। মেলায় উপস্থাপিত বইপত্রের পরিচিতি প্রচারমাধ্যমেও ঠাঁই পাচ্ছে। সাধারণের আগ্রহ এর থেকেই অনুমেয়। মেলায় বই বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পাঠকের সন্তোষই প্রমাণ করে। আমরা একে স্বাগত জানাই।

এ প্রসঙ্গে স্বীকার করতেই হবে, প্রকাশনার এই নতুন জোয়ারে কথা-সাহিত্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে অনেকের মনে ক্ষোভ আছে। সে ক্ষোভের প্রকাশও মাঝে মধ্যেই ঘটে থাকে। আমরা অবশ্য এতে ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ দেখি না। কথা সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের প্রধান্য সব সাহিত্যেরই সাধারণ সত্য। তাছাড়া, কথা সাহিত্যই পাঠক সৃষ্টির প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। গল্প পড়ে পড়েই পাঠ তথা সাহিত্যের রুচি গড়ে ওঠে। কথা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা কালে সাহিত্যের অপরাপর শখাতেও ইতিচাচক প্রভাব ফেলবে। আমরা এ আশা নিয়েই তাকিয়ে আছি।

গ্রন্থমেলা শেষ হতে আরো এক সপ্তা বাকি। এবারের মেলা নিয়ে তাই শেষ কথা বলার সময় এখানো আসেনি। তবু কিছু কথা বলার তাকিদ অস্বীকার করা যাচ্ছে না। প্রকাশনার মান আর পরিমাণ নিয়ে সন্তোষ-অসন্তোষের বাইরেও কিছু কথা জমা হয়েছে। ভবিষ্যতের স্বার্থে এ প্রসঙ্গগুলো পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই বলতে হয়, যে মেলার প্রতি সকল শ্রেণীর মানুষের আগ্রহ আর মমতার দ্রুত বিকাশ সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের প্রশ্নে আশাবাদী করে তোলে তাকে সকল মানুষের মিলন তীর্থ হিসাবে ধরে রাখার আন্তরিকতা সত্যি কি আমাদের আছে? সব মানুষের আকর্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে হলে সকল মতের সহনশীলতা অপরিহার্য : অপরিহার্য এই সহশীলতার অভাব আমাদের শংকিত করে। বাংলা একাডেমী গোঁজামিল দিয়ে এবারকার মত সংকট কাটিয়ে উঠতে পারলেও এমনটা কতদিন সম্ভব হবে?

গ্রন্থ মেলায় হাজির হওয়ার অধিকার যদি মত বিশেষের জন্যে খর্ব করা হয়, তা কালে অন্যকেও বিপদে ফেলবে। মূলত গ্রন্থ আর প্রকাশনাই যে সমাবেশের উদ্দেশ্য সেখানে ভিন্নতর প্রচারণার, তার উপজীব্য জনপ্রিয় হলেও, আসর বসানোর প্রশ্ন আসে না। গায়ের জোরে তেমন আসর বসালে নিয়মের আওতায়ই তার প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। অন্যথা ঘটলে ভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মের প্রয়োগ দুষ্কর হবে। নিয়ম লংঘনের প্রতিকার হিসাবে অনশন অবলম্বনে চমৎকারিত্ব থাকলেও এতে নিয়ম বা আইনের শাসন দুর্বল হয়ে ওঠে।

বায়ন্নর স্মৃতিবাহী এ উৎসবের সঙ্গে জড়িত আবেগ আর মমতার মর্যাদা যদি মাড়িয়ে যাওয়া হয়, আশার ভিতই ডুবে যেতে বাধ্য। উদ্যোগ আয়োজনের দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত তাদের যেমন, তেমনি ভাষা ও সাহিত্য প্রেমী জনতাকেও এ নিয়ে ভাবতে হবে। আদতে ভাবার বিশেষ কিছু নেই, আছে কিছু করণীয়। প্রত্যেককেই তার নিজ করণীয়টুকু আদায় করতে হবে। আর আশংকার কালো মেঘ অপনোদনের সেই হচ্ছে একমাত্র পথ।

ভাষা থেকে জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা। ভাষাকে তাই সার্বিক জাতীয় জীবন থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। আদতে জাতি যদি বিপন্ন হয়, ভাষার সমৃদ্ধি টিকে থাকার নয়। ভাষা প্রীতিকে তাই জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ফেব্রুয়ারীর সংস্কৃতি সচেতনতাকে অস্তিত্বের অঙ্গ করে তুলতে হবে। সংস্কৃতি কোনো মওসুমী ব্যাপার না। তেমনি প্রয়োজন সংস্কৃতি সংক্রান্ত ধারণার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তার পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধিতে আনা। আমাদের সংস্কৃতিমনস্কতা শিল্প-সাহিত্য সঙ্গীতে সীমাবদ্ধ। সৃষ্টিশীল এ মাধ্যমগুলোতে সাংস্কৃতিক মানের কিছু প্রতিফলন ঘটে সত্য তবে এটাই সব নয়। জীবন চর্যার প্রতিটি দিককে নিয়ে সাংস্কৃতিক অবয়ব পূর্ণতা পায়। সৃষ্টি কর্ম নিয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকার চেয়েও তাই সার্বিক জীবন যাপনের মান নিয়ে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

সমৃদ্ধ সাহিত্যের অধিকারী হলেই তাই সংস্কৃতিবান জাতি দাবী করার উপায় নেই। সাহিত্যের হিত চেতনা যখন গোটা জীবনকে সমৃদ্ধ করে তখনই সংস্কৃতিবান জাতিসত্তা স্বীকৃতি পায়। জীবন চর্যায় মনোযোগী হওয়ার তাগিদ তাই জরুরী।

এ কথাগুলোর অবতারণার অর্থ অবশ্য এমন নয় যে, সাহিত্য চর্চার গুরুত্বকে আমরা খাটো করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য বরং এর বিপরীত। সাহিত্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। কাম্য জীবন চর্যার অনুপ্রেরণাও সাহিত্য শিল্প থেকেই আসে। এই প্রেরণা যাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে না যায় সেজন্যেই এ কথাগুলো বলা।

যে একুশকে অবলম্বন করে ফেব্রুয়ারী আজ উৎসব সেই একুশের পবিত্রতম আবেগের প্রতীক বা প্রতিনিধি শহীদ মিনারও যদি কোন্দল আর হীন লক্ষ্যের উন্মাদতা থেকে মুক্ত না থাকে ভাষা আর শিল্প নিয়ে গৌরব করার কিছু থাকেকি?

সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্যেও বৈষয়িক জীবনে কিছু সার্থকতার প্রয়োজন রয়েছে। ফেব্রুয়ারীর উদযাপানা অর্থবহ করে তোলার জন্যে সে দিকটার প্রতিও নজর দেয়া দরকার। আগামী আয়োজন যাতে আরো সুন্দর আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে সেজন্যে হলেও চিহ্নিত দুর্বলতাগুলো দূর করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে আরো আন্তরিকতা আর পরিশ্রমের। প্রতিভার পাঁচ ভাগের সঙ্গে পঁচানব্বই ভাগ পরিশ্রমের স্বেদ যুক্ত হলেই সাধনা সাফল্যের মুখ দেখতে পায়। মাথা নত না করার একুশে আমাদের সকলের কাছে এ শ্রমই প্রত্যাশা করে।

— সালেহ চৌধুরী